# সন্তানের প্রতি মা-বাবার কর্তব্য: শুধু ভালোবাসা নয়, সঠিক দিকনির্দেশনাও জরুরি



সংগৃহীত ছবি

শিশু জন্মের পর থেকেই মা-বাবার ওপর অর্পিত হয় এক বিশাল দায়িত্ব—তাদের সুস্থ, নিরাপদ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। সন্তানের প্রতি ভালোবাসা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি প্রয়োজন কঠোর যত্ন, সুশিক্ষা এবং মানবিক মূল্যবোধের চর্চা শেখানো। শুধু খাদ্য, বস্ত্র বা আশ্রয় দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না; বরং নৈতিকতা, আচরণ এবং ব্যক্তিত্ব গঠনে বাবা-মার ভূমিকাই সবচেয়ে বড়।

একটি শিশু যখন জন্ম নেয়, তখন তার জীবন এক সাদা ক্যানভাসের মতো থাকে। মা-বাবার আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, সিদ্ধান্ত, আদর্শ এবং মূল্যবোধ দিয়েই সেই ক্যানভাসে আঁকা হয় ভবিষ্যতের ছবি। তাই সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব শুধু আবেগের জায়গা থেকে নয়, এটা একটি সচেতন ও পরিকল্পিত দায়িত্ব হিসেবেই পালন করা প্রয়োজন।

প্রথমত, ভালোবাসা ও নিরাপত্তা সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের ভিত্তি। প্রতিটি শিশুই চায় তার মা-বাবা তাকে ভালোবাসুক, তাকে সময় দিক, তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুক। পরিবারে একটি নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ তৈরি করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে সন্তান ভয় নয়, আস্থা ও সম্মান বোধ করবে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ও নৈতিকতা শেখানো হলো অভিভাবকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। শুধু স্কুলে ভর্তি করালেই দায়িত্ব শেষ হয় না। বরং ঘরে ঘরে হতে হবে নৈতিক শিক্ষার পাঠশালা। সন্তান যেন ছোট থেকেই সৎ, দয়ালু, দায়িত্বশীল ও অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে—সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, আচরণে আদর্শ হওয়া। শিশু শেখে দেখে, শেখে অনুকরণ করে। মা-বাবা নিজেরাই যদি শৃঙ্খলিত না হন, মিথ্যা বলেন, বা অন্যকে অসম্মান করেন—তবে সন্তানও সেটাই গ্রহণ করে। তাই অভিভাবকদের নিজের জীবনযাপনেও হতে হবে সততা ও মানবিকতার প্রতিচ্ছবি।

চতুর্থত, মানসিক সমর্থন ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। সন্তান যেন যে কোনো সমস্যায় বাবা-মাকে নির্ভরতার জায়গা হিসেবে ভাবতে পারে, তার অনুভূতি প্রকাশে ভীত না হয়—সেই বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে।

পঞ্চমত, প্রশংসা ও সমালোচনার ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার। সন্তান কিছু ভালো করলে তার প্রশংসা করুন, খারাপ করলে তা শান্তভাবে বুঝিয়ে বলুন। শাসনের নামে অপমান বা তুলনা করা নয়—বরং শেখানোর মনোভাব থাকা জরুরি।

অবশেষে, সন্তান বড় হলে তার স্বাধীনতা ও মতামতের প্রতি সম্মান দেখানো উচিত। তার ইচ্ছা, পছন্দ বা স্বপ্নকে গুরুত্ব দিন, সঠিক পথে এগোতে উৎসাহ দিন। এভাবেই গড়ে উঠবে আত্মবিশ্বাসী ও সুশৃঙ্খল মানুষ।

সন্তানের প্রতি মা-বাবার কর্তব্য কোনো একদিনে শেষ হওয়ার নয়। এটা একটি চলমান প্রক্রিয়া—যেখানে প্রতিদিন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আসে, নতুন করে ভালোবাসতে ও শেখাতে হয়। তাই অভিভাবকদের উচিত সন্তানকে শুধু বড় করে তোলা নয়, একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা নিয়ে পথচলা। সমাজের ভবিষ্যৎ তখনই উজ্জ্বল হবে, যখন প্রতিটি পরিবারেই এমন দায়িত্বশীল অভিভাবকত্ব থাকবে।